প্রথম আলো

তারিখ ... 07 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ১৩ ... কলাম ... ৭ .....

দেশে সাক্ষরতার হার ৬১ শতাংশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

দেশে এখন সাক্ষরতার হার ৬১ শতাংশ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) জরিপের তথ্য উদ্ধৃত করে গতকাল রোববার এ কথা বলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান। তিনি বলেন, প্রাথমিকে উপবৃত্তিভোগী শিক্ষার্থীর সংখ্যা আরও ৫২ লাখ বাড়ানো হচ্ছে।

আগামীকাল ৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে সচিবালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে গণশিক্ষামন্ত্রী এসব কথা বলেন। তবে সাক্ষরতার হার নিয়ে এর আগে বিভিন্ন সময়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী ও সচিব ভিন্ন ভিন্ন তথ্য দিয়েছেন।

গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান গত বছর সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বলেছিলেন, দেশে সাক্ষরতার হার ৬৫ শতাংশ। ওই সংবাদ সম্মেলনেই তৎকালীন প্রাথমিক ও গণশিক্ষাসচিব কাজী আখতার হোসেন বলেছিলেন, সাক্ষরতার হার ৭০ শতাংশের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। তবে ২০১৩ সালে তৎকালীন প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী আফছারুল আমীন বলেছিলেন, সাক্ষরতার হার ৭১ শতাংশ।

গতকাল প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী গড় সাক্ষরতার হার ৬১ শতাংশসহ বিভিন্ন বয়সীদের সাক্ষরতার হার তুলে ধরেন। তিনি বিবিএসের যে জরিপের কথা বলেছেন, সেটির তথ্য ২০১৩ সালের হলেও প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়েছে গত জুনে।

বিবিএসের এ জরিপ বলছে, ২০১২ সালে ১৫ বছরের বেশি বয়সীদের সাক্ষরতার হার ছিল ৬০ দশমিক ৭ শতাংশ, ২০১১ সালে ছিল ৫৮ দশমিক ৮ শতাংশ, ২০১০ সালে ছিল ৫৮ দশমিক ৬ শতাংশ ও ২০০৯ সালে ছিল ৫৮ দশমিক ৪ শতাংশ।

উপবৃত্তিভোগী বাড়ছে ৫২ লাখ

বর্তমানে ৭৮ লাখ শিক্ষার্থী উপবৃত্তি পায়। শিগগির এটি ১ কোটি ৩০ লাখে উন্নীত করা হবে

সংবাদ সম্মেলনে মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে আগামীকাল মঙ্গলবার রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। এতে প্রধান অতিথি থাকবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আলোচনা সভার আগে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন পর্যন্ত শোভাযাত্রা হবে।

উপবৃত্তিভোগী শিক্ষার্থী বাড়ছে ৫২ লাখ: সংবাদ সম্মেলনে মন্ত্রী বলেন, প্রাথমিকে উপবৃত্তিভোগী শিক্ষার্থীর সংখ্যা আরও ৫২ লাখ বাড়ানো হচ্ছে। বর্তমানে ৭৮ লাখ শিক্ষার্থী উপবৃত্তি পায়। শিগগির এটি ১ কোটি ৩০ লাখে উন্নীত করা হবে।

এ বিষয়ে পরে মন্ত্রী *প্রথম আলোকে* বলেন, বিষয়টি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় প্রস্তাবটি পাস হয়েছে। এ বছর থেকেই এ সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। তবে টাকার পরিমাণ আগের মতো শিক্ষার্থীপ্রতি ১০০ টাকাই থাকছে।

সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন সাংসদ নজরুল ইসলাম ও প্রাথমিক ও গণশিক্ষাসচিব মেছবাহ উল আলম।